প্রথম আলো

24 JUL 2005

উপাচার্য আফতাবের বিদায়

দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ বন্ধ করুন

নানা কেলেঙ্কারির পরিণতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আফতাব আহমাদকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হলো। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যারা পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চান, তাদের মনে এই পদক্ষেপ কিছুটা স্বস্তির বোধ এনে দেবে বটে, তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন যে আফতাব আহমাদের পদচ্যুতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে নীতিগত কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর আফতাব আহমাদ ১ হাজার ৩০০ লোককে অস্বচ্ছ ও নিয়মবহির্ভূত প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা ওইসব গণনিয়োগের প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারির গুরুতর অভিযোগ আছে। তা ছাড়া প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবনীগ্রন্থ রচনার কথা বলে তিনি বাংলা একাডেমী থেকে ৮ লাখ টাকা নেন। ওই গ্রন্থ রচনার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, পাণ্ডুলিপির এক-তৃতীয়াংশ জমা দেওয়ার পর তার টাকা পাওয়ার কথা, কিন্তু তার আগেই তিনি ৮ লাখ টাকা কী করে পেলেন, এটা একটা প্রশ্ন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে আফতাব আহমাদ এতই প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি (ছিলেন!) যে, বাংলা একাডেমী তাকে অগ্রিম টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে।

এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একজন মানুষ কী করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে নিয়োগ পান, তা একটা গভীর প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবেন পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানসম্পন্ন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, যিনি শিক্ষার্থীদের দেখাবেন সত্য, ন্যায়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পথ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই উপাচার্য নিয়োগে এই নীতি অনুসৃত হচ্ছে না। দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারপন্থি ছাত্রদলের এক নেতা উপদলীয় কোন্দলের পরিণতিতে খুন হলেন। অভিযোগ রয়েছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরকারি দলের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতির ভেতরকার কোন্দলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষের গণনিয়োগ, তা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা, ঘেরাও-ভাঙচুর, উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য দ্বন্দ্ব এবং সেটাকে ঘিরে সরকারপন্থি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সে-কোন্দলের সহিংস প্রকাশ—এ সবই যারপরনাই হতাশাব্যঞ্জক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিও ভালো বলা যাবে না। এই সবকিছুর পেছনে রয়েছে উপাচার্যসহ বড় পদগুলোতে দলীয় পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া এবং ক্যাম্পাসে তথাকথিত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নীতি। এভাবেই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। বিগত সরকারের আমলেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তাই শুধু বর্তমান সরকার নয়, সব সরকারেরই উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রক্ষা করতে হবে। সেটা করার একমাত্র পথ দলীয় রাজনীতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেওয়া। উপাচার্য ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে একাডেমিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া উচিত।